তারিখ 20 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

কালের কণ্ঠ

ছিদ্দিকুর রহমান ▷

উচ্চশিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধ

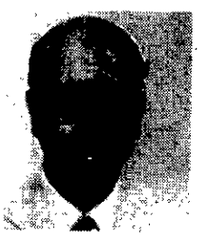

বাংলাদেশ সরকার গুচ্ছ প্রক্রিয়ায় ভর্তি কার্যক্রম প্রবর্তনের পক্ষে কিন্তু বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের ধুয়া তুলে তা মানছে না। গুচ্ছ প্রক্রিয়া চালুর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমিত সমস্যা কী ও বর্তমানে চালু ভর্তিপ্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো কী তা জাতিকে জানানো প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দিয়েছে জাতীয় সংসদ। প্রয়োজনে জাতীয় সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বা গুচ্ছ প্রক্রিয়ায় ভর্তি ব্যবস্থা চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিপ্রক্রিয়া পরিচালিত করবে

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কার জন্য? শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই এসব আয়োজন। শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব, উপাচার্য, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে আরম্ভ করে দারোয়ান-পিয়ন, শিখনসামগ্রী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঘর-দরজা, আসবাব–সব কিছুই শিক্ষার্থীদের জন্য। শিক্ষার্থী না থাকলে এর কোনোটিরই প্রয়োজন থাকত না। যাদের জন্য এসব আয়োজন, অনেক ক্ষেত্রে তারাই অবহেলিত, বঞ্চিত ও মানসিক-শারীরিক চাপে অতিষ্ঠ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। উচ্চশিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধ থেকে কি শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেওয়া যায় না? দেশে দেশে যুদ্ধ হলে বিজয়ী ও বিজিত দুই দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মাঝখানে লাভবান হয় অস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয়কারী দেশ। ভর্তিযুদ্ধে ভর্তি প্রার্থী শিক্ষার্থীরা বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, পক্ষান্তরে হয়তো শিক্ষকরা কিছুটা লাভবান হয়ে থাকেন। আরো ভালো ব্যবসা করেন কোচিং সেন্টার ও গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীরা। ভর্তিযুদ্ধের ক্ষতি অপরিসীম।

প্রথমত, গাঁওগ্রামের গরিব শিক্ষার্থীদের শহরে মেসে থেকে হাজার হাজার টাকা ফি দিয়ে কোচিং করার সামর্থ্য নেই। তাই সামর্থ্যবানদের সঙ্গে দৌড়ে তারা পিছিয়ে থাকে। অনেকে অধিকতর মেধাবী হয়েও ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ত, অর্থের অভাবে অনেক শিক্ষার্থী ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা ঘুরে ঘুরে অর্থাৎ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। মেধা থাকলেও অনেকে এভাবে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তৃতীয়ত, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই শিক্ষার্থীরা ও তাদের অভিভাবকরা ভর্তির বিষয়ে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরিবারের শান্তি ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়। চতুর্থত, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিতে গিয়ে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে রাত জেগে ভ্রমণ করে পরদিন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এভাবে কয়েক সপ্তাহ রাত জেগে জেগে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করায় পরীক্ষা আশানুরূপ হয় না এবং অনেকের স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব পড়ে। পঞ্চমত, একই দিনে একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা হয় না, না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হতে কয়েক মাস সময় লাগে। ফলে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস আরম্ভ হওয়ার ক্ষেত্রে চার থেকে ছয় মাস সময় চলে যায়। দীর্ঘ সময় পড়ার টেবিল থেকে দূরে থাকার পর আবার লেখাপড়ায় মন বসানো অনেকের ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে এভাবে সময়ের অপচয় হয়। শিক্ষার্থীরাই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যমণি। তাদের স্বার্থই বড় করে দেখতে হবে। ভর্তিপ্রক্রিয়া ভর্তি প্রার্থীদের অনুকূলে করার সহজ উপায় হচ্ছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। তা করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া অত্যাবশ্যক সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে–ক. এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে মূল্যায়নের যথার্থতা (Validity) ও নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নিশ্চিত করা এবং খ. সময় হাতে রেখে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার পরই জানিয়ে দেওয়া যে পাবলিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে। এতে শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাবে।

উল্লিখিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে শিক্ষার্থীরা বহুভাবে উপকৃত হবে–ক. ভর্তি কোচিং বন্ধ হবে; খ. ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই উচ্চশিক্ষার সমান সুযোগ পাবে; খ. অভিভাবকের প্রকৃত খালি হবে না; গ. ভর্তি প্রার্থী ও তাদের অভিভাবকরা মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা পাবেন; ঘ. ভর্তি প্রার্থীদের রাত জেগে এক বিশ্ববিদ্যালয়

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ
স্বাক্ষর